ধর্মগ্রন্থ পরিচিতি

ইউনিট 3

ভূমিকা :

ধর্ম (√ধৃ+মন্) শব্দের দ্বারা ধারণ করা বুঝিয়ে থাকে। অর্থাৎ যা ধারণ করে মানুষ তার জীবনকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর, সফল ও মঙ্গলময় করে তোলে তাই ধর্ম। যে গ্রন্থে ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব, তাৎপর্য, করণীয় কর্মসমূহ, উপাখ্যান ইত্যাদি থাকে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ। এ ইউনিটে বেদ (সংহিতা), ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উনিষদ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীশ্রীচন্ডী প্রভৃতি হিন্দুধর্মগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

ছবি : শ্রীমদ্ভগবত গীতার প্রচ্ছদ

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৩.১ : বেদসংহিতা
পাঠ- ৩.২ : ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ
পাঠ- ৩.৩ : বেদাঙ্গ
পাঠ- ৩.৪ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
পাঠ- ৩.৫ : পৌরাণিক গ্রন্থসমূহ
পাঠ- ৩.৬ : শ্রীশ্রীচন্ডী
পাঠ- ৩.৭ : শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ

পাঠ-৩.১ বেদসংহিতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বেদ কী, কাদের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বেদ কত প্রকার ও কী কী, তা বলতে পারবেন।
- বেদের জ্ঞানকান্ড ও কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	**ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব, সংহিতা, উপনিষদ, সূক্ত, মন্ত্র, ছন্দ, পরাবিদ্যা, অপরাবিদ্যা, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ব্যাস, মিত্র, বরুণ, উষা, ইন্দ্রাণী, সাবিত্রী, কর্মকান্ড, জ্ঞানকান্ড ইত্যাদি।**

বিষয়বস্তু :

বেদ হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। প্রাচীনকালে ঋষিগণের মানসপটে ঐশ্বরিক জ্ঞান উদিত হয়েছিল এবং তাঁদের দ্বারা সেই জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল। তাই বেদ ঈশ্বরের বাণী। ঋষিগণ শিষ্যদের মুখে মুখে বেদ শিক্ষা দিতেন। বেদ প্রথমে অবিভক্ত অবস্থায় ছিল। পরবর্তীকালে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করেন। যথা– ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব। তাঁর প্রিয় চার শিষ্য যথাক্রমে– পৈল, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন ও সুমন্ড় এ কাজে তাঁকে সহায়তা করেন। চার বেদের এক একটি ভাগকে সংহিতা বলে। যেমন- ঋগ্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা ইত্যাদি। বেদে সাতটি ছন্দ রয়েছে, যথা- গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী।

ঋগ্বেদ সংহিতা : বেদসমূহের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ হিসেবেও বিবেচিত। তাই মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঋগ্বেদের মূল্য অপরিসীম। কেননা এ বেদের মধ্যেই প্রাচীনকালের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দার্শনিক চিন্ড়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ঋগ্বেদে রয়েছে স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র। এগুলো পদ্যে রচিত। এখানে ১০৫৫২টি মন্ত্র রয়েছে। আবার কতগুলো মন্ত্র নিয়ে একটি বড় আকারের কবিতা বানানো হয়েছে। এর এক-একটি কবিতাকে বলা হয়েছে সূক্ত। ঋগ্বেদে এরূপ ১০২৮টি সূক্ত রয়েছে। সূক্তগুলি জগতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ প্রভৃতি ছন্দে রচিত।

"হে সূর্য, তুমি দেবতাদের সম্মুখে উদয় হও, মানুষের সামনে উদয় হও.....

যে সকল ঋষি ঋগ্বেদ দর্শন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন- ঋষি মধুছন্দা, গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, দীর্ঘতমা, ঋষভ, কশ্যপ, ভরদ্বাজ সহ আরো অনেকে। ঋষিগণ যে সকল দেবতার স্ড়তি করেছেন বা যে সকল দেবতার প্রসঙ্গে ঋক্ রচনা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন– অগ্নি, ইন্দ্র, বুরণ, উষা, মিত্র, বায়ু, সূর্য, বিশ্বকর্মা ইত্যাদি। ঋগ্বেদে ৭ জন নারী সূক্ত রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে লোপামুদ্রা, অপালা, সাবিত্রী, বাক্, ইদ্রাণী উল্লেখযোগ্য।

সামবেদ সংহিতা :

সাম মানে গান। যে মন্ত্র গান করা যায় তাকেই সাম বলে। যজ্ঞ করার সময় কোনো কোনো ঋক্ আবৃত্তি না করে সুর করে গাওয়া হতো। এই গেয় ঋক্সমূহকে বলা হয় সামবেদ। আর সামের সংকলনই সামবেদ সংহিতা।

সামবেদ সংহিতায় সর্বমোট ১৮০১টি মন্ত্র আছে। এগুলোর মধ্যে ৭৫টি ছাড়া বাকি সবগুলোই ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া। এখানে ঋষিদের মধ্যে রয়েছেন– তৃণপাণি, সিন্ধুদ্বীপ ভর্গ, মেধাতিথি, বামদেব প্রভৃতি। ছন্দের মধ্যে বৃহতী, গায়ত্রী, উষ্ণিক্, বিরাট, ত্রিষ্টুপ্ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

যজুর্বেদ সংহিতা :

যজ্ঞে ব্যবহৃত মন্ত্রের সংকলন যজুর্বেদ। 'যজুঃ' বলতে যজ্ঞের মন্ত্র বোঝায়। তার জ্ঞানকে বলা হয় যজুর্বেদ। আর এই জ্ঞানের সংকলন হলো যজুর্বেদ সংহিতা। যজুর্বেদের দুটি শাখা রয়েছে। যথা- শুক্লযজুর্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্বেদ। ঋগ্বেদ ও সামবেদ পদ্যে রচিত। কিন্তু যজুর্বেদে গদ্য ও পদ্য উভয় রীতির মন্ত্র পাওয়া যায়। যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়মপদ্ধতি যজুর্বেদে সংকলিত। যজুর্বেদে ৭টি কান্ড এবং ২১৮৪টি মন্ত্র রয়েছে।

অথর্ববেদ সংহিতা :

অথর্ববেদের প্রাচীন নাম ছিল অথর্বাঙ্গিরস। অথর্বন ও অঙ্গিরা প্রাচীন কালের ঋষি যাঁদের নাম অনুসারে এর নামকরণ করা হয়েছিল। অথর্ব শব্দের অর্থ– অথর্ববেদে (৭/১/৪) পরব্রহ্ম ভগবান করা হয়েছে। অথর্ববেদ সংহিতায় বিভিন্ন বিষয়ক মন্ত্র সংকলিত রয়েছে এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। তবে সাধনার জন্য শরীর ও মনের সুস্থতা যেহেতু সর্বাগ্রে দরকার, তাই এ বেদে এ বিষয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চিকিৎসা বা ভেষজ বিদ্যা, মাঙ্গলিক ক্রিয়াকান্ড, শত্রুবধের উপায় প্রভৃতি অথর্ববেদের বিষয়বস্তু। এ বেদে ২০টি কান্ড এবং ৭৩১সূক্ত এবং প্রায় ৬০০০ মন্ত্র রয়েছে।

বিষয় অনুসারে সংহিতা (মন্ত্র), ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এই সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা– (১) কর্মকান্ড ও (২) জ্ঞানকান্ড।

সংহিতা ও ব্রাহ্মণ কর্মকান্ডের অন্তর্গত এবং আরণ্যক ও উপনিষদ জ্ঞানকান্ডের অন্তর্গত। আবার কর্মকান্ডের বিদ্যাকে অপরাবিদ্যা এবং জ্ঞানকান্ডের বিদ্যাকে পরাবিদ্যা রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

কর্মকান্ড: সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগকে বেদের কর্মকান্ড বলা হয়। যজ্ঞ সম্পর্কিত বিষয়গুলো কর্মকান্ডে আলোচিত হয়েছে। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি দেবতাদের প্রীতির জন্য যাগ-যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান কীভাবে সম্পাদন করতে হবে, কর্মকান্ডে রয়েছে তার নির্দেশনা ও পদ্ধতি। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান পরম ব্রহ্মের দিকে ধাবিত হওয়া।

যাগ-যজ্ঞাদি দৈনন্দিন জীবনে মানসিক স্বস্তি ও আত্মিক পুষ্টি যোগায়। বৈদিক ঋষিগণ দৈনন্দিন জীবনে আমাদের পাঁচটি যজ্ঞের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যথা: ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। ব্রহ্মযজ্ঞ– বেদ অধ্যয়ন, নৃযজ্ঞ – অতিথিসেবা, দৈবযজ্ঞ – হোমকর্ম, পিতৃযজ্ঞ – পিতা-মাতার সেবা (তর্পণ) ও ভূতযজ্ঞ – বিশ্বের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ অবশ্য করণীয়।

জ্ঞানকান্ড : আরণ্যক ও উপনিষদ ভাগকে জ্ঞানকান্ড বলা হয়। এখানে মূলত ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করা হয়েছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূলে কে আছেন এবং তার সাথে আমাদের সম্পর্কই বা কি– এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান এবং উত্তর দানের প্রচেষ্টা জ্ঞানকান্ডের অন্তর্গত। ঋষিরা সাধনার দ্বারা জানলেন, সকল কিছুর একজন স্রষ্টা আছেন। এই মূল বা পরম সত্তাকে তাঁরা বলেছেন ব্রহ্ম। ব্রহ্মের উপলব্ধি যে একমাত্র সাধনা এবং চরম প্রাপ্তির পথ, জ্ঞানকান্ডে তা বলা হয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মতত্ত্ব, সৃষ্টির রহস্য প্রভৃতি জ্ঞানকান্ডের মূল বিষয়বস্তু।

সারসংক্ষেপ :

প্রাচীন যুগে ঋষিদের দ্বারা বেদ প্রকাশিত হয়েছিল। বেদ প্রথমে অবিভক্ত অবস্থায় ছিল। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করেন। এই চারটি ভাগ হলো – ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। বেদের এক একটি ভাগকে সংহিতা বলে। বৈদিক ঋষিগণ বেদ-বিদ্যাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন– ১. জ্ঞানকান্ড বা পরাবিদ্যা ও ২. কর্মকান্ড বা অপরাবিদ্যা। কর্মকান্ডে যজ্ঞাদি এবং জ্ঞানকান্ডে ব্রহ্মবিদ্যার তত্ত্বাদি বর্ণিত হয়েছে। কর্মকান্ডের জ্ঞানকে অপরাবিদ্যা এবং জ্ঞানকান্ডের বিদ্যাকে পরাবিদ্যা বলা হয়েছে।

পাঠ-৩.২ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্রাহ্মণ কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- আরণ্যক কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- উপনিষদ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	**কর্মকান্ড লক্ষণ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, অধ্যাত্মবিদ্যা, ব্রহ্মতত্ত্ব, পুরোহিত, যজ্ঞ, বেদান্ত, বিধি, অর্থবাদ, পুরাকল্প, প্রশংসা ইত্যাদি।**

বিষয়বস্তু :

বেদ সংহিতার পর বৈদিক সাহিত্যের ধারায় ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এসেছে। বেদে ব্রহ্ম শব্দের এক অর্থ মন্ত্র বা স্তোত্র। যে গ্রন্থে ব্রহ্ম বা মন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে তার নাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ প্রধানত গদ্যময় হলেও মন্ত্র বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বহু পদ্য পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ হলো শুদ্ধ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয় অংশের নাম আরণ্যক। অন্তিম ভাগের নাম বেদান্ড় বা উপনিষদ।

ব্রাহ্মণ :

ব্রাহ্মণ বেদের কর্মকান্ডের অন্তর্গত। এতে যজ্ঞাদির বিবিধ ক্রিয়াকান্ড লিপিবদ্ধ আছে। ব্রাহ্মণ ছয়টি লক্ষণ দ্বারা পরিচিত। এগুলো হচ্ছে – বিধি, অর্থবাদ, নিন্দা, প্রশংসা, পুরাকল্প ও পরকৃতি।

বিধি : বিশেষ বিশেষ কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য যে নির্দেশ রয়েছে তাই বিধি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনাবৃষ্টির কালে বৃষ্টি কামনায় যে যজ্ঞাদি করা হয় তা বিধিবাক্য।

অর্থবাদ : বেদমন্ত্রের অর্থ প্রসঙ্গে, বিবিধ কান্ড সম্পর্কে যে সকল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাকে অর্থবাদ বলে। অর্থবাদ ব্রাহ্মণের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। এতে মন্ত্র ও যজ্ঞকে কেন্দ্র করে ব্যাকরণগত আলোচনাও রয়েছে।

নিন্দা : বিরোধী মতের সমালোচনা খন্ডন ও ত্যাগ করাকে নিন্দা বলে। এখানে বিভিন্ন বিরোধী মতের দোষ দেখানো হয়েছে। কোনো মন্ত্রের সঠিক অর্থ কী তা নিয়ে পুরোহিতদের মধ্যে মতভেদ ছিল। একজনের উক্তি অন্য জনের দ্বারা খন্ডিত হতো।

প্রশংসা : প্রশংসা বলতে স্তুতি এবং যার স্তুতি করা হয়, সেই ক্রিয়ার অনুমোদন বোঝায়। যে সকল বাক্যে যজ্ঞের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় বলে মনে করা হয়, সে সকল প্রবচনকে প্রশংসা বলা হয়েছে।

পুরাকল্প: অতি প্রাচীনকালে যে সকল যজ্ঞ সম্পাদিত হয়েছিল সেগুলোকে "পুরাকল্প" বলা হয়েছে। মানুষ যজ্ঞ অনুষ্ঠান আরম্ভ করার বহু পূর্ব হতে দেবতাগণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। এ যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্রহ্মান্ডের শান্তি।

পরকৃতি : পরের কৃতি বা কাজকে পরকৃতি বলা হয়। অভিজ্ঞ পুরোহিত, সফল যজ্ঞ করার জন্য বিখ্যাত রাজাদের কীর্তি প্রভৃতি পরকৃতি বলে পরিচিত।

প্রতিটি বেদের সাথে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ যুক্ত আছে। ঐতরেয়, তান্ড্য, শতপথ, গোপথ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মণ।

আরণ্যক :

ব্রাহ্মণের পরবর্তী ও উপনিষদের মধ্যবর্তী অংশের নাম "আরণ্যক"। আরণ্যক নামকরণের কারণ হলো অরণ্যে বসে এর মনন, পঠন, প্রচার ও প্রসার। এ অংশ মুখ্যত জ্ঞানকান্ড ও কর্মকান্ডের সন্ধিস্থল। অধ্যাত্মবিদ্যা, ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টির রহস্য আরণ্যক ও উপনিষদের বিষয়বস্তু। অরণ্যে বসে বৈদিক ঋষিগণ ব্রহ্মবিদ্যার দিক নির্দেশনা দিতেন এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন অধ্যাত্মবিদ্যা। এজন্য কেউ কেউ আরণ্যককে উপাসনা কান্ড বলেছেন। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি আরণ্যকের দৃষ্টান্ত।

উপনিষদ :

বেদের জ্ঞানকান্ড হিসেবে উপনিষদ পরিচিত। বেদের শেষে বা অন্তিমে অবস্থিত তাই একে বেদান্ড় বা উপনিষদ বলা হয়। এর প্রধান আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মতত্ত্ব। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অর্থাৎ স্রষ্টার অসীম ক্ষমতা ও মহিমা এবং সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্কের বিষয়ে যে জ্ঞান তাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলে। উপনিষদে এই ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। উপনিষদের সংখ্যা অনেক। মুক্তিক উপনিষদে ১০৮ খানা উপনিষদের উল্লেখ রয়েছে। তবে প্রধান এবং প্রাচীন হিসেবে ১২ খানা উপনিষদ রয়েছে। এদের মধ্যে ঈশ, কঠ, কেন, প্রশ্ন, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপনিষদ।

সারসংক্ষেপ :

বেদসংহিতার পর এসেছে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। বৈদিক যজ্ঞের বিধি-বিধান ও দৃষ্টান্ড ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। আরণ্যক ও উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টার স্বরূপ আলোচিত হয়েছে বিধায় একে জ্ঞানকান্ড বলা হয়।

পাঠ-৩.৩ বেদাঙ্গ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বেদাঙ্গ কী তা বলতে পারবেন।
- বেদাঙ্গ কয়টি ও কী কী তা বলতে পারবেন।
- ছন্দ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	**শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ, উচ্চারণতত্ত্ব, যাস্ক, অভিধান, কান্ড, নৈর্ঘণ্টুক, নৈগম, দৈবত ইত্যাদি।**

বিষয়বস্তু :

বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ সঠিক ও শুদ্ধভাবে পাঠের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা সঠিক ও শুদ্ধভাবে কর্মকান্ড পরিচালিত না হলে প্রত্যাশিত ফল লাভ নাও হতে পারে। শুদ্ধতা রক্ষায় তাই অনেকগুলো সহায়ক গ্রন্থ রয়েছে। বেদের শব্দবোধ, অর্থবোধ, কাজের সাথে মন্ত্রের সম্বন্ধ, পাঠের রীতি প্রভৃতি ব্যাপারে এ সকল গ্রন্থ অপরিহার্য বলে এদের নাম বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গ ছয়টি – শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ। এক একটি অঙ্গ দ্বারা এক এক কাজ সাধিত হয় বলে বেদাঙ্গকে বেদের ছয়টি অঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিক্ষা : ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে শিক্ষাকে প্রথমে স্থান দেওয়া হয়েছে। বেদের বর্ণ, স্বর, মাত্রা ইত্যাদির যথাযথ উচ্চারণ ও প্রয়োগবিধি যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তাকে শিক্ষা বলে। আধুনিক অর্থে শিক্ষাকে ধ্বনির উচ্চারণতত্ত্ব বলা যেতে পারে। প্রত্যেক বেদের পৃথক পৃথক শিক্ষা আছে। বেদমন্ত্রের সঠিক উচ্চারণের নিয়মাবলি যে অংশে আলোচিত তাই শিক্ষা। বেদ মন্ত্রগুলো যাতে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় তার জন্য "শিক্ষা" একান্ত প্রয়োজন।

কল্প: যা দ্বারা যজ্ঞাদি কল্পিত, সমর্থিত হয় তাকে কল্প বলে। বেদের যাগ-যজ্ঞাদির বিবরণ বহু বিস্তৃত। তাই অনেক কিছু বাদ দিয়ে কেবল যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রক্রিয়াদি নিয়ে যে সব গ্রন্থ রচিত তাকেই কল্পসূত্র বা কল্প নামক বেদাঙ্গ বলা হয়।

নিরুক্ত : বৈদিক মন্ত্রের অর্থ বোঝার জন্য যে শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছে তাকে নিরুক্ত বলে। ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই গ্রন্থ যাস্ক নামক ঋষি কর্তৃক রচিত। নিরুক্তকে বৈদিক অভিধান বলা হয়ে থাকে। নিরুক্ত তিনটি কান্ডে বিভক্ত। যথাক্রমে – নৈর্ঘণ্টুক কান্ড, নৈগম কান্ড ও দৈবত কান্ড।

ব্যাকরণ : বেদের মন্ত্র সঠিকভাবে উচ্চারণের জন্য ব্যাকরণ নামক বেদাঙ্গের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা প্রকৃতি, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস, শব্দরূপ, ধাতুরূপ প্রভৃতির জ্ঞান না থাকলে কখনও বেদের মন্ত্র সঠিকভাবে আয়ত্ত করা যাবে না। পদের গঠন পদ্ধতি জানা থাকলে সহজে ও যথাযথভাবে বেদ অনুধাবন করা সম্ভব। এ কারণেই ব্যাকরণ বেদপাঠের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক গ্রন্থ।

ছন্দ : ছয় বেদাঙ্গের অন্যতম আরেকটি হচ্ছে ছন্দ। বেদে ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র রয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ বেদমন্ত্র পদ্যে রচিত। যজ্ঞে এ সকল ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র উচ্চারিত হতো। অক্ষর গণনা করে ছন্দ নির্ণয় করতে হয়। বেদের ছন্দ সাতটি; যথা – গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী। এই সকল ছন্দসমূহের জ্ঞান এই বেদাঙ্গের অন্তর্গত।

জ্যোতিষ : বৈদিক যুগে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের বিধান ছিল। ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বা ঋতুতে অনুষ্ঠিত হতো। তাই কোন যজ্ঞ কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হবে তা নিরূপণের ক্ষেত্রে জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সভ্য জগতে রাশিচক্র ও গ্রহ-নক্ষত্রের বিচার-বিশ্লেষণের মূলে রয়েছে এই জ্যোতিষ নামক বেদাঙ্গ।

সারসংক্ষেপ :

নির্ভুল ও যথাযথভাবে বেদ পাঠের সহায়ক গ্রন্থসমূহকে বেদাঙ্গ বলে। বেদাঙ্গ ছয়টি: শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ। সঠিক সময়ে বৈদিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য এবং সঠিকভাবে উচ্চারণ, অর্থ অনুধাবন, ছন্দ ইত্যাদি বোঝার জন্য বেদাঙ্গগুলি অপরিহার্য বিধায় বেদ পাঠের সহায়ক।

পাঠ-৩.৪ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- গীতায় কতটি অধ্যায় ও শ্লোক আছে তা বলতে পারবেন।
- কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- গীতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	ধর্মগ্রন্থ, ভীষ্মপর্ব, কৌরব, পান্ডব, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস, ক্ষত্রিয়, বিষণ্ন, অর্জুন, নিষ্কামকর্ম, গীতা, মঙ্গলময়, সখা, সারথি, যোগ ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু :

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হিন্দুধর্মের একটি অতুলনীয় ধর্মগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে মঙ্গলময় ঈশ্বরের শুভ সংগীত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের ভীষ্মপর্বের একটি অংশ গীতা। মহাভারত থেকে আমরা জানি কুরুক্ষেত্রে কুরু-পান্ডবদের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সেকালের অনেক রাজা অংশ নেন। কেউ পান্ডব পক্ষে, কেউ কৌবর পক্ষে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনাদি পান্ডব পক্ষের রথের সারথি হয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আর তাঁর সেনা বাহিনীর একটি বড় অংশ (দশ অক্ষৌহিণী সৈন্য) দুর্যোধনাদি কৌরব পক্ষে অংশ নিয়েছিল। যুদ্ধ যখন শুরু হবে, অর্জুন দুপক্ষের যোদ্ধাদের দেখতে চাইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষের মাঝখানে তাঁর রথ স্থাপন করেন। সমাগত যোদ্ধাদের দেখে অর্জুন বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। কেননা, সবাই তাঁর নিকট আত্মীয় ও আপনজন যাদের হত্যা করে যুদ্ধে তাঁকে জয়লাভ করতে হবে। বিষাদে নিমজ্জিত দেখে ভগবান তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সংক্ষেপে গীতা।

ছবি : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের পঁচিশ অধ্যায় হতে বিয়াল্লিশ অধ্যায় পর্যন্ত আঠারোটি অধ্যায়ই গীতা। মহাভারতের অংশ হয়েও গীতা একটি পৃথক ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে এবং হিন্দুদের ঘরে ঘরে পঠিত হচ্ছে। এ গ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত ৫৭৫টি শ্লোক, অর্জুনের ৮৪টি, সঞ্জয়ের ৪০টি এবং ধৃতরাষ্ট্রের মাত্র ১টি শ্লোকসহ মোট ৭০০টি শ্লোক আছে। এ জন্য একে সপ্তশতীও বলা হয়। আঠারোটি অধ্যায়ের প্রতিটির নামকরণ করা হয়েছে। যথা: বিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্ন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ, অক্ষরব্রহ্মযোগ, রাজযোগ, বিভূতিযোগ, বিশ্বরূপ দর্শনযোগ, ভক্তিযোগ, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞযোগ, পুরুষোত্তমযোগ, দেবাসুর সম্পদ বিভাগযোগ, শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ ও মোক্ষযোগ। এর মধ্যে পন্ডিতগণ যে তিনটি অধ্যায়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সে অধ্যায় তিনটি হল: কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। বিশ্বরূপ দর্শনযোগ, মোক্ষযোগ প্রভৃতি অধ্যায়ও উল্লেখযোগ্য।

কর্মযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশেষভাবে বলেছেন, নিরাসক্তভাবে কর্তব্যকর্ম করাই "ধর্ম"। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করাই তোমার ধর্ম। আসক্তিহীনভাবে যুদ্ধ করলে তোমার কোনো পাপ হবে না। অধিকন্তু একটি সুফল অবশ্যই পাবে। তাই ভগবান বলেছেন,

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্তকর্মণি ॥

(গীতা ২/৪৭)

অর্থাৎ
"কর্মে তব অধিকার কর্মফলে নয়,
ফলআশা ত্যাগ কর, কর্ম যেন রয়"।

তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন "এখন যুদ্ধের মাঠে যুদ্ধ করাই তোমার কর্ম। তুমি যুদ্ধ ত্যাগের যে-সব কথা বলছ তাতে তোমার ধর্ম নষ্ট হবে। স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে কর্ম সম্পাদন করাই ধর্ম।"
ভগবান সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কর্ম সম্পাদনকে কর্মযোগ বলেছেন। কর্মে সিদ্ধি লাভ হলেই জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞান যখনই পরিপূর্ণতায় আসে তখনই আসে ভক্তি। ভক্তির উদয় হলে তখন নিজের বলে আর কিছু থাকে না। ভক্তের দৃষ্টিতে এই বিশ্বের সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বরের রূপ মনে হয়। ভক্ত ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি লাভ করেন। এই ভক্তিসহ আমাদের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অনেক উপদেশ গীতায় রয়েছে এজন্য গীতা আমাদের নিত্য পাঠ্যধর্মগ্রন্থ। গীতা সমস্ড় উপনিষদের সারগ্রন্থ। যিনি প্রতিদিন ভক্তিযুক্ত হয়ে গীতার এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি বেদ-পুরাণাদি পাঠের সমস্ড় ফল লাভ করেন। যিনি গীতাপাঠের পর গীতার মাহাত্ম্য পাঠ করেন তিনি পুণ্য লাভ করেন।

সারসংক্ষেপ :

ধর্মীয় ও দার্শনিক কাব্য হিসেবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনন্য ও অতুলনীয়। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের ২৫ অধ্যায় হতে ৪২ অধ্যায় পর্যন্ত এই ১৮টি অধ্যায়ই গীতা। এতে ৭০০টি শ্লোক রয়েছে। এর ভাষা সহজ, সরল ও সুমধুর। ঈশ্বর লাভের জন্য এর মধ্যে ৩টি বিষয়ের (কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি) কথা বলা হয়েছে। কর্ম হতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হতে ভক্তির উদয় হয়। ঈশ্বর লাভের জন্য গীতাপাঠ আবশ্যকীয়।

পাঠ-৩.৫ পৌরাণিক গ্রন্থসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পুরাণসমূহের নাম জানতে পারবেন।
- পুরাণের লক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পুরাণসমূহের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	প্রাচীন, অষ্টাদশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, শ্রীকৃষ্ণ, সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, ব্যাসদেব, পুরাণ, মনু, উপপুরাণ ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু :

'পুরাণ' শব্দটির অর্থ প্রাচীন বা পুরাতন। হিন্দু ধর্মীয় অতি প্রাচীন বা পুরাতন কাহিনীর বর্ণনা থাকায় তাই এর নাম পুরাণ। পুরাণসমূহে গল্পের মধ্য দিয়ে ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এসব গ্রন্থে বিভিন্ন দেব-দেবী, সৃষ্টি রহস্য, ঋষি ও রাজচরিত, ধর্মীয় কাহিনী ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। তাই ধর্মীয় জগতে এ গ্রন্থসমূহের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পুরাণসমূহের রচয়িতা। মহর্ষি ব্যাসদেব যেহেতু পুরাণসমূহের রচয়িতা তাই এর রচনাকাল মহাভারতের সমসাময়িক ধরা যেতে পারে। প্রধান প্রধান পুরাণের সংখ্যা আঠারোটি। এগুলো হচ্ছে– (১) ব্রহ্মপুরাণ, (২) বিষ্ণুপুরাণ, (৩) শিবপুরাণ বা বায়ুপুরাণ, (৪) ভাগবতপুরাণ, (৫) পদ্মপুরাণ, (৬) নারদপুরাণ, (৭) মার্কন্ডেয়পুরাণ, (৮)

অগ্নিপুরাণ, (৯) ভবিষ্যপুরাণ, (১০) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, (১১) লিঙ্গপুরাণ, (১২) বরাহপুরাণ, (১৩) স্কন্দপুরাণ, (১৪) বামনপুরাণ, (১৫) কূর্মপুরাণ, (১৬) মৎস্যপুরাণ, (১৭) গরুড়পুরাণ ও (১৮) ব্রহ্মান্ডপুরাণ।

এই পুরাণগুলোর অনুসরণে আরো আঠারোটি উপপুরাণ রচিত হয়েছে। এ সব পুরাণ ও উপপুরাণে তিনজন দেবতা ও দুজন দেবীর মহিমা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা হলেন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, মহামায়া দুর্গা ও কালী। ভাগবত পুরাণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

পুরাণের লক্ষণ সম্পর্কে বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে-

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

অর্থাৎ পুরাণের রয়েছে পাঁচটি লক্ষণ। এগুলো হলো– (১) সর্গ, (২) প্রতিসর্গ, (৩) বংশ, (৪) মন্বন্তর ও (৫) বংশানুচরিত।

সর্গ মানে সৃষ্টি। জীব জগতের সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে তা পুরাণে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিসর্গ অর্থ পুনরায় সৃষ্টি। প্রলয় বা বিলয়ের পরে আবার নতুন করে যে সৃষ্টি হয় তাকে প্রতিসর্গ বলে। দেবতা ও ঋষিদের বর্ণনাই হচ্ছে 'বংশ'। সৃষ্টির আদিতে প্রতিবার একজন মনু থাকেন। অর্থাৎ মনু হচ্ছেন সৃষ্টির আদি পুরুষ। এক মনু থেকে আরেক মনুর পূর্ব পর্যন্ত সময়কে মন্বন্তর বলা হয়। সৃষ্টি জগতে এমনি করে চৌদ্দজন মনুর কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। রাজা, ঋষি বা দেবতাদের জীবনচরিতই হচ্ছে বংশানুচরিত। এই পাঁচটি বিষয় পুরাণসমূহে বিশেষভাবে রয়েছে। এছাড়া বর্ণাশ্রম, পূজা, ব্রত, দান, শ্রাদ্ধ, নানা অনুষ্ঠান ও তীর্থস্থানের বর্ণনাও রয়েছে। সুতরাং ধর্মীয় জীবনে পুরাণের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

সারসংক্ষেপ :

মহর্ষি ব্যাসদেব পুরাণসমূহের রচয়িতা। আঠারোটি পুরাণ ও আঠারোটি উপপুরাণ রয়েছে। এ সব গ্রন্থে বিভিন্ন দেব-দেবী, সৃষ্টির রহস্য, রাজা, ঋষি ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাই পাঁচটি লক্ষণযুক্ত পুরাণের ধর্মীয় ভাবজগতে অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

পাঠ-৩.৬ শ্রীশ্রীচন্ডী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রীশ্রীচন্ডীর বর্ণনা দিতে পারবেন।
- শ্রীশ্রীচন্ডীর রচয়িতা, অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যা জানতে পারবেন।
- দেবী দুর্গা ও মহিষাসুরের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	মহামায়া, মাহাত্ম্য, আদ্যাশক্তি, শপ্তশতী, দুর্গা, কাত্যায়নী, মহর্ষি, সুরথ, মহিষাসুর, ইন্দ্র, মার্কন্ডেয়, রামচন্দ্র, অর্জুন, কালী, রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু :

মার্কন্ডেয় ঋষি দ্বারা প্রণীত মার্কন্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত ৮১তম অধ্যায় হতে ৯৩তম অধ্যায় পর্যন্ত ১৩টি অধ্যায়কে দেবী মাহাত্ম্য বা চন্ডী বলে। শ্রীশ্রীচন্ডী অতি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। এ গ্রন্থ তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। চন্ডীতে তেরোটি অধ্যায়ে ৭০০টি শ্লোক আছে। এজন্য গীতার মতো একেও সপ্তশতী বলা হয়। আদ্যাশক্তি মহামায়া। তিনি মায়া ও শক্তির দেবী। অসুর বা অন্যায়কে তিনি ধ্বংস করেন। তিনি দুর্গারূপে জীবের দুর্গতি হরণ করেন বলে তাঁর এক নাম দুর্গা।

ভারতবর্ষে শক্তিপূজার প্রচলন প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এবং বঙ্গদেশে এর প্রসার ও প্রচার সর্বাধিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। রামায়ণে রামচন্দ্র ১০টি পদ্ম দিয়ে দেবী পূজার আয়োজন করেছিলেন এবং মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধারম্ভের পূর্বে জয়ের জন্য দুর্গাপূজার উপদেশ দিয়েছিলেন। রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, বামাক্ষেপা, কমলাকান্ড় প্রভৃতি সাধকগণ শক্তিপূজারী ছিলেন। তাঁদের কাছে শক্তির দেবী কালী ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের রূপ লাভ করেছিল। রামপ্রসাদের ভাষায়-

"কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।"

মহামায়া দেবী মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী ও মহাকালী এই তিন রূপে প্রকাশিতা। কাত্যায়ন আশ্রমে মহামায়া আবির্ভূতা হয়েছিলেন বলে তিনি চন্ডীতে কাত্যায়নী নামেও অভিহিতা। সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় দেবী মহামায়া। শ্রীশ্রীচন্ডীর প্রতিপাদ্য বিষয়ও দেবী মহামায়ার স্বরূপ বর্ণনা। গীতা যেমন মহাভারতের অংশ এবং সমগ্র উপনিষদের সার গ্রন্থ তেমনি চন্ডী মার্কন্ডেয় পুরাণের অংশ এবং সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের সার গ্রন্থরূপে বিবেচিত।

শ্রীশ্রীচন্ডীতে সহজ সুন্দর অনেক স্তোত্র আছে। যথা:

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
ইমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ (৫/৩৪)
"যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
ইমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ (৫/৪৯)

অর্থাৎ যে দেবী সকল জীবে ও চরাচরে শক্তিরূপে অবস্থান করেন সেই দেবীকে নমস্কার, বারবার নমস্কার করি। যে দেবী সকল জীবে ও চরাচরে শান্তিরূপে অবস্থান করেন সেই দেবীকে নমস্কার, বারবার নমস্কার করি।

শ্রীশ্রীচন্ডীতে রয়েছে :

পুরাকালে সুরথ নামে এক রাজা রাজ্য হারিয়ে বনে বনে ঘুরছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এলেন মেধা নামে এক মহর্ষির আশ্রমে। অন্যদিকে সমাধি নামে এক বৈশ্যও স্ত্রী ও সন্তানদের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। তিনিও ঘুরতে ঘুরতে আসেন মেধা মুনির আশ্রমে। আশ্রমে এসেও হারানো রাজ্যের জন্য রাজা সুরথের মনে মায়া কাজ করছিল। আবার সমাধি বৈশ্যও তার স্ত্রী-পুত্রদের ভুলতে পারছিলেন না। কেন এই অন্তরের আকর্ষণ-তা বুঝতে পারছিলেন না।

রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের দেখা হলো। দুজনে দুজনের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করলেন। তারপর গেলেন মহর্ষি মেধার কাছে। গিয়ে জানালেন নিজেদের অন্ড়রের কথা। মহর্ষি মেধা বললেন যে, এর নাম মায়া। আর এ মায়া হচ্ছে মহামায়ার প্রভাব। তবে মহামায়া সন্তুষ্ট হলে তিনি মঙ্গল করেন এবং মুক্তি দান করেন। মহর্ষি মেধা মহামায়ার মাহাত্ম্য রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের কাছে বর্ণনা করলে দেবীর কৃপায় তাদের জাগতিক ও মানসিক অশান্তি দূরীভূত হয়। মহামায়ার একটি কীর্তি হলো মহিষাসুর বধ। তিনি দুর্গারূপে দুর্ধর্ষ অসুররাজ মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। কাহিনীটি এমন–

পুরাকালে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র এবং অসুরদের রাজা মহিষাসুরের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে দেবতারা স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয়ে মর্ত্যে বিচরণ করতে থাকেন। একদিন রাজ্যহারা দেবতারা একত্রিত হয়ে ব্রহ্মাকে অগ্রভাগে নিয়ে মহাদেব ও বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হলেন। সকলের উপস্থিতিতে অসুরদের অত্যাচারের বর্ণনা দিলেন। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য দেবতাদের শরীর থেকে নির্গত তেজোরাশি একত্রিত হয়ে এক দেবী মূর্তি ধারণ করলেন। সকল দেবতা তাঁদের নিজ নিজ অস্ত্র দিয়ে সে দেবীকে সুসজ্জিত করেন। দিব্য অস্ত্রে সুসজ্জিত দেবী দুর্গা তাঁর দশ বাহু উত্তোলন করে অট্টহাস্য করলে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল ত্রিভুবন কম্পিত হয়ে উঠল। দেবতারা সেই দেবীর জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। মুনিগণ ভক্তিভরে দেবীর স্তব করতে লাগলেন।

এদিকে মহিষাসুর হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে দেবীর দিকে ধাবিত হলো। ঘোরতর যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে অসুর শক্তি পরাজয় বরণ করল। দেবতাদের তখন আনন্দে আর ধরে না। অসুরদের অত্যাচার হতে দেবগণ মুক্ত হলেন, ফিরে পেলেন তাঁদের প্রিয় স্বর্গ রাজ্য। দেবগণ ও মুনিগণ খুশিতে মহামায়ার স্তুতি করলেন-

"সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে ॥"

(শ্রীশ্রীচন্ডী- ১১/১০)

তুমি সর্ব প্রকার কল্যাণদায়িনী। তুমি মঙ্গলময়ী ও সর্ব প্রকার ইচ্ছাপুরণকারিণী, একমাত্র শরণযোগ্যা। হে ত্রিনয়না গৌরী, নারায়ণী তাই তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

সারসংক্ষেপ :

শ্রীশ্রীচন্ডী হিন্দুদের একটি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। মার্কন্ডেয় ঋষি কর্তৃক প্রণীত ও মার্কন্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচন্ডী। শ্রীশ্রীচন্ডীর একটি কাহিনী মহিষাসুর বধ। দেবী দুর্গা ও মহিষাসুরের মধ্যে ভীষণ এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে দেবী দুর্গার জয় হয়। দেবতারা মহিষাসুরের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁদের স্বর্গ হারিয়েছিলেন। তাই প্রিয় স্বর্গ ফিরে পেয়ে তাঁরা আনন্দিত হলেন এবং দেবীর উদ্দেশ্যে স্তব করলেন।

পাঠ-৩.৭ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয় দিতে পারবেন।
- রাজা পরীক্ষিৎ কেন ব্রহ্মশাপ প্রাপ্ত হলেন তা বলতে পারবেন।
- শ্রীকৃষ্ণের যে লীলার কথা ভাগবতে আছে তা বলতে পারবেন।
- ভাগবতে বর্ণিত ভগবান ও ভক্তের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	পুরাণ, স্কন্ধ, অভিমন্যু, পরীক্ষিৎ, শমীক মুনি, শুকদেব, লীলা ভাগবত, যশোদা, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্ত, ভগবান, মথুরা, কংস, নন্দরাজ, বসুদেব ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু :

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ অন্যতম। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সংক্ষেপে ভাগবত অন্যতম ধর্মগ্রন্থ। মহর্ষি বেদব্যাস এ পুরাণ রচনা করেছেন। এতে ১২টি অধ্যায় বা স্কন্ধ আছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা অর্জুন, অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু, অভিমন্যুের পুত্র ছিলেন রাজা পরীক্ষিৎ। একদা পরীক্ষিৎ ভাদ্র মাসে শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে বের হন। কিন্তু বনে গিয়ে শিকার না পাওয়ার পর অত্যন্ত ক্লান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে তিনি জল পানের উদ্দেশ্যে শমীক মুনির আশ্রমে যান। মুনি তখন গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। রাজা মুনিকে কিছু না বলে একটি মরা সাপকে মুনির গলায় জড়িয়ে

দিয়ে চলে আসেন। সন্ধ্যার সময় মুনির পুত্র শৃঙ্গী আশ্রমে এসে বাবার ঐ অবস্থা দেখে ভীষণ রুষ্ট হন এবং অভিশাপ দেন, "যে আমার পিতার গলায় সাপ জড়িয়ে দিয়েছে সাত দিনের মধ্যে তক্ষকের দংশনে তার মৃত্যু হবে।" এই ব্রহ্মশাপের কথা মহারাজ পরীক্ষিৎ জানতে পেরে পুত্র জনমেজয়ের নিকট রাজ্যভার অর্পণ করে দীন কাঙ্গালবেশে হরিদ্বারে ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামীর নিকট সাত দিন হরিকথা ও ভাগবতীয় কথা শ্রবণ করেন। এই হরিকথা নিয়েই ভাগবত। ভাগবতে প্রসঙ্গক্রমে আরও অনেক কাহিনী এসেছে। তবে শ্রীকৃষ্ণের লীলাই এতে প্রধান হয়ে উঠেছে।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন লীলার কথা বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরার রাজা কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব তাঁকে সে রাতে নন্দরাজের বাড়িতে রেখে আসেন এবং সেখান থেকে নন্দরাজের সদ্যোজাত মেয়েকে নিয়ে এসে কংসের হাতে অর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে যশোদার কোলে বড় হতে থাকেন। কংসকে বধ করার পূর্ব পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছিলেন। পরে মুথুরায় এসে কংসকে বধ করে তিনি মথুরার রাজা হন।

মথুরা ও বৃন্দাবনলীলা, রাসলীলা, যদুবংশের কীর্তি ও ধ্বংস প্রভৃতি ভাগবত পুরাণের বিষয়বস্তু। এ ছাড়া ব্রহ্মার সৃষ্টি, ধ্রুবচরিত্র, প্রহলাদচরিত্র, চন্দ্র ও সূর্য বংশের বিবরণ প্রভৃতি ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে।

ভাগবতের কেন্দ্রবিন্দু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ভগবান হয়ে সকলের উপাস্য দেবতারূপে পূজিত হন। তিনি সাধারণ মানুষের মতো সকলের সঙ্গে মিলেমিশে লীলা করেছেন, সকলের প্রাণের মধ্যে আসন করে নিয়েছেন। তাঁর বাল্যলীলার মধ্যে 'দামবন্ধন' যেমন চমৎকার তেমনি শিক্ষাপ্রদ। অন্য ভক্তিশাস্ত্রে ভক্ত ভগবানকে ডাকে, আর ভাগবতে ভগবানই বাঁশি বাজিয়ে ভক্তকে কাছে ডাকেন। পূজার্চনা করে অন্যান্য দেব-দেবতার আশীর্বাদ পাওয়া যায় কিন্তু ভাগবতে আছে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকট নিজে এসে উপস্থিত হন। ভগবানকে লাভ করতে হলে সাধকের সাধনা চাই। ভক্তি চাই। ভক্তের ভক্তিতে ভগবান তুষ্ট হন এবং তাকে কৃপা করেন। এ পুরাণে তিনি ভক্তের ভগবানরূপে বর্ণিত হয়েছেন। পুরাণসমূহের মধ্যে ভাগবত পুরাণ সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয় পুরাণ। বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভাগবত পুরাণ পাঠ করা হয়।

ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করলে ভগবানে ভক্তি সুদৃঢ় হয়। কেননা ভাগবত পাঠে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক রয়েছে তা অনুধাবন করা যায়। তিনি ভয়ের নন, তিনি দূরের অনাত্মীয়ও নন; তিনি আমাদের প্রাণের সখা, অতি আপনজন – এ একাত্মতা বোধ জাগ্রত হয়। তাই ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক মধুর এবং অবিচ্ছিন্ন রূপ লাভ করে। যেখানে ভক্ত থাকেন সেখানে ভগবান গিয়ে হাজির হন এবং ভক্তও ভগবানকে ছাড়া বাঁচতে পারেন না। তাই ভক্ত ও ভগবান পরস্পরে অভিন্ন সঙ্গী হয়ে উঠেন। ভাগবত পুরাণে ভক্ত ও ভগবানের এমন সম্পর্কের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ :

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের লীলাসহ তাঁর কর্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় রয়েছে। ভাগবতের উপাস্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ভক্তকে কাছে ডাকেন এবং ভক্তের ভগবানরূপে আবির্ভূত হন। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে মধুর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে তাই ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. উপনিষদের আলোচ্য বিষয় কী?

ক. ব্রহ্মতত্ত্ব খ. শিল্পতত্ত্ব

গ. যোগতত্ত্ব ঘ. বিষ্ণুতত্ত্ব

২. গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত কয়টি শ্লোক আছে?

ক. ৭০০ টি খ. ৫০০ টি

গ. ৫৭৫ টি ঘ. ৬০০ টি

৩। গীতার মতো চন্ডীকে সপ্তশতী বলার কারণ–

i) অবৈদিক গ্রন্থ বলে ii) সাতশত শে□াক রয়েছে বলে

iii) একই সময়ে রচিত বলে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i ও ii

 # নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিনঃ

ভাগবতে ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক অতি মধুর। ভক্তের ডাকে ভগবান তার কাছে গিয়ে হাজির হন। ভক্ত ও ভগবান পরস্পরের সঙ্গী। অতি আপনজন রূপে তাঁরা একে অপরের সান্নিধ্য কামনা করেন।

৪। ভক্ত কার প্রতীক ?

ক) পরমাত্মার খ) আত্মার

গ) দেবতার ঘ) মানুষের

৫। ভক্ত ও ভগবান পরস্পরের সঙ্গী এবং একে অপরের সান্নিধ্য কামনা করেন। কারণ–

i) তাঁদের মধ্যে আত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক রয়েছে

ii) দান প্রতিদানের সম্পর্ক রয়েছে

iii) নিষ্কাম ভালোবাসা রয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i খ) i ও ii

গ) i ও iii ঘ) ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

প্রণব তাঁর বন্ধুদের নিয়ে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। সংঘের সদস্যদের নিয়ে তিনি গ্রামের স্কুল কলেজে শিক্ষামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে ভালো ফলাফলের জন্য পুরস্কার বিতরণ করেন। একই সঙ্গে তাদের নানা ধরনের সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত করেন। ফলে তারা জ্ঞানচর্চা এবং মানবসেবায় আরও বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠে।

ক) জ্ঞান এবং নিষ্কাম কর্মের কথা কোন গ্রন্থে বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

খ) নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মুক্তির কথা কে কাকে বলেছেন?

গ) সমাজ পরিবর্তনে প্রণবের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে – ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) আত্মিক বিকাশ সাধন ও সামাজিক উন্নতি সম্পূরক কাজ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ : ১. (ক), ২. (গ), ৩.(খ), ৪. (খ), ৫. (গ)